প্রতিবাদ বিলাস

গোবর্দ্ধন অধিকারী

ববির মা কানাডা-প্রবাসী ভাই-বৌকে দুরভাষে বলছে—জানো বৌদি ববি আজ মোমবাতি নিয়ে মিছিলে বেরিয়েছে। কলেজষ্ট্রীট থেকে ওদের মিছিল বেরবে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ গো...ওই যে দিল্লিতে দামিনী বলে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে না, সেই জন্য।

—ওঃ...। আর দারিদ্র্য, অশিক্ষা যতদিন না দূর হবে ওদেশে এসব থাকবে।

ববির মা একটু হতাশ হয়। কোথায় ছেলেটার প্রশংসা করবে, না জ্ঞান দিতে শুরু করল।

—তা তোমাদের ববি তাহলে বেশ দেশের দায়িত্ববান নাগরিক হয়ে উঠছে।

—টি. ভি.-তে ওদের দেখাবে। তাই নিউজ চ্যানেল চালিয়ে বসে আছি। দাদাকে বলো। তোমরা সব ভাল আছে তো রাখলাম। পরে কথা হবে।

ববি তখন কলেজস্ট্রীটে। সঙ্গে আছে প্রতিবাদী আরও যুবক-যুবতী। মিছিল শুরু হয়ে গেছে। সামনে ফেস্টুন—'ধর্ষকের ফাঁসি চাই'। ফেস্টুনের দুই প্রান্ত থেকে মিছিলের দুটি লাইন পেছনে চলে গেছে। প্রায় সকলের হাতে নিভু নিভু মোমবাতি। প্রবল আত্মবিশ্বাস, সমাজ পাল্টানোর এক মহতী তাগিদে তারা পথ হাঁটছে। ববি পাশের বন্ধুনীকে পথ হাঁটতে-হাঁটতে বলে আজ কিন্তু তোর খাওয়ানোর কথা। মিছিল ধর্মতলায় গেলে খেতে ঢুকব।

ববি বলে—কি খাওয়া যায় বল তো? খুব ক্ষুধা পেয়েছে।

—বাবা! হঠাৎ 'ক্ষুধা'। কবিতা-টবিতা লিখছিস মনে হয়। কবি কবি ভাব, ছন্দের অভাব।

—আমি একটা ভাল শব্দ বললাম। বাহবা দিবি...। না ব্যঙ্গ করছিস!

—আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে। আমিনিয়া-তে খাওয়াবি তো?

—কে এফ সি চল না।

—বেশ।

ববি ও তার বন্ধুনী জয়ী হাত মেলায়। ওরা দু'জনেই কে এফ সি প্রস্তাবে সম্মত।

দু'দিকের ফুটপাথের চলন্ত মানুষ 'দেশটার কি অবস্থা হয়েছে...' ইত্যাদি বলতে বলতে দাঁড়িয়ে যায়। মিছিল দেখে আজ দিল্লিতে ধর্ষণ হয়েছে তাই প্রতিবাদ মিছিল। কেন ডানলপে কাগজ কুড়ুনীকে যখন ধর্ষণ করে ফেলে রেখে গেল তখন তো প্রতিবাদ হয়নি। আসলে ও গরীব মানুষ। তাই না। ওর নারীত্বের মূল্য কম। তাই প্রতিবাদ নেই।

কিছু মিছিল-দর্শক চা দোকানে দাঁড়িয়ে আতি সচেতন নাগরিক হয়ে ওঠেন মিছিল দেখছে আর গরম চায়ে মৌতাত করছে। সঙ্গে সুষ্ঠু বিতর্কে যোগ দেওয়ার গর্ব। আরে ভাই এটা হল বিশ্বায়নের যুগ। প্রচার হচ্ছে বড় কথা। কাগজ কুড়ুনীর ধর্ষনের ঘটনা প্রচার পায়নি।

প্রত্যেকে যে যার মত প্রকাশ করে যায়। কেউই পূর্বপরিচিত নয়। এই জটলায় ছোট মাপের এক সিরিয়াল পরিচালকও ছিলেন। তারও এখনও পর্যন্ত বিশ্বায়নের যুগে সেরকম প্রচার হয়নি। পরিচালক মহাশয় মিছিলের একটি মেয়েকে দেখে সহকারীকে বলে ঐ মেয়েটার মুখটা দেখ। লাবণ্য আছে, আবার প্রতিবাদী একটা ছাপও আছে। চেহারাটাও ভাল। আমরা এরকমই একটা মুখ খুঁজছিলাম না।

পরিচালক মেয়েটির ছবি তুলে নেয়। সহকারীকে বলেন মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে। ওদিকে তখন একজন বলে ছাড়ুন তো মশায় এসব। নিজের কাজ করুন। কাজে লাগবে দু'দিন পরে সব শালারাই চুপ করে যাবে। যা না গ্রামের দিকে যা। কত ঘটনা ঘটছে এরকম। তখন কোন শালার টিকি দেখা যায় না।

ববি জয়ী তখন পরস্পরের উষ্ণ হাতের স্পর্শ অনুভব করতে করতে মিছিলে হাঁটছে।

(২)

অঙ্কু, পুরো নাম অঙ্কুর। তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় সল্টলেকে চাকুরি করে। থাকে গড়িয়া হাটের কাছে ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনসের এক ফ্ল্যাটে। প্রেমিকা রণিতা। রণিতা দিল্লির ধর্ষণকাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিলে যেতে চায়। ওর এসব বিষয়ে খুব আগ্রহ। রণিতা আগের দিন থেকেই প্ল্যান করে রেখেছিল। মিছিলে হাঁটবে। তাই অঙ্কুরও ঠিক করে নেয় অফিস অর্ধেক করে কেটে পড়বে। না হলে প্রেস্টিজ ইস্যু।

রণিতা মিছিলে হেঁটেছিল। অঙ্কুর ওকে বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিল। ও রীতিমত একঘণ্টা অপেক্ষা করেছিল। কারণ রণিতা রীতিমত নিজেকে অলঙ্করণে ব্যস্ত ছিল। চোখে তাই লাইনার, অই শ্যাডোটা দিতে গিয়ে আরও দেরি করে ফেলে। অঙ্কুর ভীষণ রেগে যায়। অঙ্কুরের রাগ কমাতে রণিতা ওর হাত ধরে মিছিলে হেঁটেছিল।

রাত্রি তখন দেড়টা। অঙ্কুর পাশের ফ্ল্যাটে দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থাকেন। ছেলে বিদেশে। কাজের লোক দিনে থাকে। রাতে থাকে না। এমনিতে দুজনেই শক্ত-সমর্থ। বিছানা একেবারে কাছে টেনে নেয়নি।

দরজায় ঠক্‌ঠক শব্দ। রাত্রি দেড়টা। অঙ্কুর বাবা ঘুম চোখে দরজা খুলে দেখলেন পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা। ওনার কর্তার শরীরটা ভাল নয়। একটু ডাক্তার ডেকে এনে যদি সাহায্য করেন। বাবা ছেলের শরণাপন্ন হলেন ছেলে আরও বিরক্ত। সারাদিন খেটে এসে তোমরা কি রাতেও একটু শান্তিতে ঘুমতে দেবে না। সব শুনে একটি মেডিকেল গাইড বৃদ্ধার হাতে ধরিয়ে দিলেন। একজন ডাক্তারকে ফোনে ধরিয়েও দিলো। ডাক্তার আসছে। অঙ্কুর

বলল—আপনি অপেক্ষা করুন। ডাক্তার চলে আসবে। দরজা বন্ধ করলাম। কাল সকালে আবার অফিস তো...।

(৩)

রবিন প্রতিবাদ মিছিলে এসেছিল হাওড়া থেকে। মিছিল শেষে বাড়ি ফিরবে। ধর্মতলা মেট্রো সিনেমার কাছ থেকে হাওড়া যাবার মিনিবাসে উঠল। রাত্রি তখন ন'টা, বাসটা ফাঁকাই ছিল। তিনটে সিট ফাঁকা। রবিন সামনের দুটো ফাঁকা সিট ছেড়ে মেয়েটার পাশেই বসল।

রবিন মেয়েটির গায়ে বেশ সেঁটেই বসল। মেয়েটি জানালার দিকে সরে যায়। রবিন হঠাৎ বাসের ঝাঁকুনিতে মেয়েটির দিকে আরও সরে যায়। মেয়েটির পায়ে পা লাগিয়ে সুখানুভব করতে লাগল। মেয়েটির সরার আর কোন জায়গা নেই। প্রতিবাদ করতে পারছে না। কারণ রবিন ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন না করেই সুযোগ নিচ্ছে।

রবিনের সিটের সামনেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোন সিট আর ফাঁকা নেই। মেয়েটা জানালার ধারে বসেছিল। হাওয়াতে মেয়েটির সালোয়ার বুকের কাছে অনেকটা ফাঁকা হয়ে যায়। দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি সেই দৃশ্য দেখার জন্য অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়েন। মেয়েটি অস্বস্তি বোধ করে। ওড়না দিয়ে ঢাকা দেয়। রবিন তখন প্রতিবাদ করে। লোকটিকে সরে দাঁড়াতে বলে। রবিন বলে—এর বয়স হল এখনো স্বভাব গেল না।

(৪)

শুভম বন্ধু মহলে পাত্তা না পেলেও তার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা রয়েছে। সেও অন্যদের মত প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হতে চায়। পারে না। মধ্যবিত্তের সঙ্কোচ-জড়তা তাকে আটকে রাখে। সে মিছিলের পাশে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখে। ক্ষণিক প্রতিবাদের বুদ্বুদ তার মনে জাগালেও তা আবার পুকুরে ঢিল ছোঁড়া ঢেউয়ের মত মিলিয়ে যায়। শুভমের মনে হয় এটা প্রতিবাদ-বিলাস। তাই সে অনাগ্রহী। জানে এই প্রতিবাদ মিছিল কখনোই মিশরের তাহরির স্কোয়ার-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক নয়। তার মনে হয় আসলে দরকার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন। সে তাই শূন্যগর্ভ এই মিছিলকে সমর্থন করে না। ওর বন্ধুরা অবশ্য মিছিলে যোগ দিয়েছে।

প্রতিদিন পেপার পড়া শুভমের অভ্যাস। চা-এর সাথে পেপার চায়। সেদিন পেপার দেখতে দেখতে একটি ঘটনা চোখে পড়ল। ১৬ ডিসেম্বর ২০১২-তে ঘটে দামিনী-ধর্ষণ কাণ্ড। ১৯ জানুয়ারী ২০১৩-তে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট “অম্বালাঃ শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে অপরাধীদের ছুরিতে ক্ষতবিক্ষত হলেন এক ব্যক্তি। শনিবার অম্বালার বাসে চার জন যুবক এক মহিলাকে উত্যক্ত করলে সুলতান সিংহ নামে এক ব্যক্তি একাই প্রতিবাদ জানাতে যান। তাঁকে ছুরি নিয়ে আক্রমণ করে অপরাধীরা, কিন্তু বাসভর্তি লোকের মধ্যে থেকে একজনও এগিয়ে আসেনি তাঁকে বাঁচাতে। রক্তাক্ত অবস্থায় বাস থেকে নেমে চিকিৎসা করান তিনি। পেশায় বাস কণ্ডাক্টর সুলতান তখন কণ্ডাক্টর নয়, সাধারণ যাত্রী হিসেবেই বাসে ছিলেন। ‘আমি মেয়েটিকে বাঁচাতে গেলে ওরা আমায়

মারতে শুরু করল। বাসের একটা লোকও এগিয়ে এল না। কোনও রকমে প্রাণে বেঁচেছি। "—বললেন তিনি...।"

শুভমের মুখে প্রশান্তির ছায়া। মিছিলে না হাঁটা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ওর দূরত্ব তৈরি হয়েছে। ওর ভাবনাই আজ সত্য প্রমাণিত হল। তাই ওর মুডটা ভাল হয়ে গেল। ও ভাবে অম্বালার এই বাস যাত্রীরাই কিন্তু দিল্লিতে প্রতিবাদে পথে নেমেছিল। আজ তারাই বিমুখ। বন্ধুরা অন্য পথে হাঁটলেও তার মতামত যে সঠিক তা বন্ধুদের জোর গলায় বলতে পারবে। কাগজটা নিয়ে গিয়ে ওদের দেখাবে। শুভম প্যান্ট জামা পরে তৈরি হয়ে নেয়। কাগজটা ওদের দেখাতে হবে।❑